The Dhaka University Journal of Linguistics: Vol. 2 No.4 August 2009 Page: 173-184, Published on August 2010 by the Registrar, Dhaka University ISSN-2075-3098

সিলেটের চা শ্রমিকদের ভাষা: একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক সমীক্ষণ

মোঃ আশ্রাফুল করিম[১]

১. সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, শাবিপ্রবি, সিলেট
Email: ashraf-bng@sust.edu

Abstract

The means of communication among the workers of the tea estates in greater Sylhet, locally called 'Deshoali Bhasha has a lexicon that contains, among others, words of Hindi and Bengali origin. The present article includes some unfinished reflections on some aspects of the lexicon of this dialect and phonological analysis of 'Deshoali' Bhasha.

Key words: Deshoali bhasha, aspect, analyzed, phonology, paradigms

বৃহত্তর সিলেটের [হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট] অধিকাংশ চা বাগানগুলোর অবস্থান পাহাড়ি এলাকায়। এ সকল চা বাগানে বহুকাল ধরে শ্রমিক হিসেবে বসবাস করে আসছে, 'উড়িয়া, র‍্যালি, কল, গড় ও মীর্দা'[১] প্রভৃতি নৃগোষ্ঠী। সিলেট শহরের সন্নিকটে বাংলাদেশের প্রথম চা বাগান 'মালনিছড়া' প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বাগানে চা উৎপাদনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের চা শিল্পের যাত্রা শুরু হয় (মাহ্‌বুব ও মন্‌জুর, ১৯৯৪; ১০)। বর্তমানে বাংলাদেশে ১৬৭টি চা বাগানের মধ্যে ১৩৫টি বৃহত্তর সিলেটে গড়ে উঠেছে (২০০৫ ও ২০০৬; ৮২)। বৃহত্তর সিলেটের চা বাগানে কর্মরত নারী, পুরুষ, শিশু এবং অস্থায়ী শ্রমিকের সংখ্যা যথাক্রমে ৩৬৭২২, ৩৮৭৭৭, ১০০৫৩ ও ১৭৭৪২ জন (২০০৪; ১৬)। চা বাগানে বসবাসরত চা শ্রমিকরা নিজেদের মধ্যে নিজস্ব ভঙ্গিতে কথা বলে। দীর্ঘদিন এখানে বসবাসের ফলে তাদের ভাষার সঙ্গে আঞ্চলিক বাংলাভাষার মিশ্রণে এদেরকে এক নতুন ভাষায় কথা বলতে দেখা যায়। স্থানীয়রা এর নাম দিয়েছে

'দেশোয়ালি' ভাষা। এখানে উল্লেখ্য যে, বৃহত্তর সিলেটের বিভিন্ন চা বাগানে কর্মরত এ সকল চা শ্রমিক প্রায় দেড়শ বছর পূর্বে ভারতের বিহার, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা ও মাদ্রাজের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে (মোহান্ত, ১৯৯৮; ৩৫)। প্রথমদিকে এরা যার যার অঞ্চল বা জাতির ভাষা ব্যবহার করত। পরবর্তীতে নিজেদের প্রয়োজনে তারা এ 'দেশোয়ালি' ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। এ ভাষার কোনো আলাদা লিপি বা বর্ণমালা নেই। হিন্দি, বাংলা এবং কিছু তাদের নিজস্ব (আদিবাসী বা পেশাগত) শব্দের মিশ্রণে সৃষ্ট এ ভাষা; যা শুধু মৌখিক ভাষা হিসেবেই ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

যেমন: আছিস্ ক্যানে? হামি কি আছিস কথা কইছেক?> হাসো কেন? আমি কি হাসির কথা বলেছি?

এত কতা নাই বল। জলদি কাম করবেক > এত কথা বলোনা। তাড়াতাড়ি কাজ কর।

উল্লেখ্য যে, সিলেটের চা শ্রমিকদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিয়ে গবেষণা হলেও তাদের ভাষা নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয়নি। বক্ষ্যমাণ গবেষণায় চা বাগানে বসবাসরত নৃগোষ্ঠী চা শ্রমিকদের 'দেশোয়ালি' ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতি

চা শ্রমিকদের ভাষা বিষয়ে এ গবেষণা কর্ম সম্পন্ন করতে মূলত মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত তথ্যের উপরই বেশি নির্ভরশীল হতে হয়েছে। গবেষণা পদ্ধতি মূলত ভাষা-উপাত্ত সংগ্রহ ও উপাত্ত বিশ্লেষণ এই দুটি পর্যায়ে করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে দুটি উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে:

প্রাথমিক উৎস (Primary Source):

সিলেট, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জের বিভিন্ন চা বাগানে বসবাসরত নৃগোষ্ঠী চা শ্রমিকদের মধ্য থেকে ৪০ বছরের অধিক বয়সি নারী ও পুরুষের নিকট থেকে সাক্ষাৎকার পদ্ধতিতে মাঠ পর্যায়ে সংগৃহীত 'দেশোয়ালি' ভাষার উপাত্ত এ গবেষণার প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

দ্বৈতয়িক উৎস (Secondary Source):

'দেশোয়ালি' ভাষা বিষয়ক প্রকাশিত বা অপ্রকাশিত বিভিন্ন প্রবন্ধ, গ্রন্থ, রিপোর্ট, সেমিনার পত্র, জরিপ প্রতিবেদন ইত্যাদি আলোচ্য গবেষণায় দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

বক্ষ্যমাণ নিবন্ধে উড়িয়া, র‍্যালি, কল, গড়, মীর্দা জাতি বা গোষ্ঠীর ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সংগৃহীত এদের ভাষার নমুনা তথা শব্দ তালিকা তুলে ধরা হল।

পৃথিবীর সকল ভাষাতেই বাগ্‌ধ্বনি সমূহকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়- ব্যঞ্জনধ্বনি এবং স্বরধ্বনি। ফুসফুসাগত বাতাস গলনালী, কণ্ঠ, মুখবিবর, অথবা নাসিক্য গহ্বরের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত না হয়ে উচ্চারিত হলে তাকে বলে স্বরধ্বনি । জিহ্বার উচ্চতা, জিহ্বার কোন অংশ উচু বা নীচু হয় এবং ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থান ইত্যাদি মাপকাঠি স্বরধ্বনি বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মুহম্মদ আবদুল হাই, রফিকুল ইসলাম প্রমুখ ভাষাবিজ্ঞানীদের মতে বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা সাতটি। যেমন: ই (উচ্চ-সম্মুখ স্বরধ্বনি), উ (উচ্চ-পশ্চাৎ), এ (মধ্য-সম্মুখ), ও, অ (মধ্য-পশ্চাৎ), এ্যা (নিম্ন-সম্মুখ), আ (নিম্ন-পশ্চাৎ স্বরধ্বনি)।

প্রমিত বাংলা স্বরধ্বনির সঙ্গে আলোচ্য নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনির তুলনা দেখানো হল :

বাংলা স্বরধ্বনি	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত স্বরধ্বনির রূপ	শিষ্ট চলিত বাংলা রূপ
ই	ইঢা	এটা
এ	এক্কন	এখন
এ্যা	এ্যাম্মান	এমন
আ	আছি	হাসি
অ	অকল	সবাই
ও	ওম্ম	তাপ
উ	উফাস	উপবাস

সারণি: ১ স্বরধ্বনির পরিবর্তন (অতুল, রামদাসিয়া, পাগুয়া প্রমূখ উত্তরদাতাদের প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

ধ্বনির পরিবর্তন

যে কোন ভাষায় ধ্বনি পরিবর্তন একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। দ্রুত উচ্চারণ করতে গিয়ে কিংবা অসাবধানতার কারণে অনেক সময় ধ্বনির পরিবর্তন ঘটতে পারে (দানীউল, ১৯৯৩; ৭৬-১৩১)। উল্লিখিত চা শ্রমিকদের ভাষায়ও এই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ক) **আদি স্বরাগম**-উচ্চারণে সুবিধার কারণে অথবা অন্য কোনো কারণেও পদ বা শব্দের আদিতে স্বরধ্বনি আসলে তাকে ব্যাকরণের দৃষ্টিতে আদি স্বরাগম বলে। যেমন: শ্বাস> নিনাশ।

খ) **মধ্য স্বরাগম**-উচ্চারণে সুবিধার কারণে অনেক সময় ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে স্বরধ্বনি আসলে তাকে মধ্য স্বরাগম, বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি বলে। যেমন: রোদ > রইদ্দ।

গ) **অন্ত্য স্বরাগম**-কখনো কখনো শব্দের শেষে অতিরিক্ত স্বরধ্বনি আসলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলে। যেমন: দুনিয়া > দুইন্না।

ঘ) **স্বরসঙ্গতি**-একটি স্বরধ্বনির প্রভাবে পদে বা শব্দে অপর স্বরের পরিবর্তন ঘটলে তাকে স্বরসঙ্গতি বলে অভিহিত করা হয়। যেমন: খেজুর > খুজুর।

যৌগিক স্বরধ্বনি বা দ্বি-স্বরধ্বনি (Diphthong)- দুটো স্বরধ্বনি পাশপাশি থাকলে দ্রুত উচ্চারণ কালে একটি সংযুক্ত স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয় এক্ষেত্রে প্রথম স্বরধ্বনি দ্বিতীয় স্বরধ্বনির চেয়ে দীর্ঘ ও স্পষ্ট হয়। চা শ্রমিকদের ভাষায়ও সংযুক্ত স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হতে দেখা যায়। কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হল:

যৌগিক বাংলা স্বর	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ
এ ই	ছেইলি
আ ই	কাইচি
অ ই	চটি
ও আ	ওঝা
উ ই	মুদি

সারণি: ২ যৌগিক স্বরধ্বনি বা দ্বি-স্বরধ্বনি (রূপলাল, সেন্টু, রামদাসিয়া এর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

উপরিউক্ত 'মুদি' শব্দটি বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরকম কিছু শব্দ তাদের ভাষায় ব্যবহৃত হয়।

ধ্বনিমূল নির্ণয়

ক্ষুদ্রতম ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানকে ধ্বনিমূল বলে। ধ্বনিমূল কোনো ভাষার অর্থের পার্থক্য সৃষ্টি করে। ধ্বনিগত দিক থেকে দুটো ধ্বনি সমশ্রেণীর হলে এবং একই ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবেশে ব্যবহৃত হলে যদি একটি ধ্বনির পরিবর্তে অন্য একটি ধ্বনি বসার কারণে অর্থগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় তাহলে সেই দুটো ধ্বনি আলাদা আলাদা ধ্বনি হিসেবে চিহ্নিত হবে (দানীউল, ১৯৯৩:৭৬-১৩১)। আলোচ্য নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় প্রাপ্ত ন্যূনতম সংখ্যাজোড় নিম্নরূপ :

	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	শিষ্ট চলিত বাংলা শব্দ
১. /ক/	/ কাতি/	দা
	/কত্তি/	শাবল
	/কালিয়া/	কালো

	/কাউয়া	কাক
২. /খ/	/খাটিয়া/	খাট
	/খটুয়া/	শ্রমিক
৩. /ছ/	/ছলা/	শালা
	/ছলী/	শালি
৪. /ম/	/মাটিয়া	কলসী
	/মাছুয়া/	জেলে
৫. /ভ/	/ভণ্ডজা/	ভাগ্নে
	/ভণ্ডজী/	ভাগ্নি

সারণি: ৩ সংখ্যাজোড় (রামগড়, পাণ্ডয়া, সেন্টু এর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

যুগ্মীভবন

সমশ্রেণীর দুটো ব্যঞ্জনের পরস্পর যুক্ত হওয়াকে যুগ্মীভবন বলা হয়। দ্বি-স্বরধ্বনির মত এখানে প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনিটি দ্বিতীয় ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় উচ্চ বা দীর্ঘ হয়। যেমন :

বাবা > বাপ্প (প+প), ছুরি > চাক্কু (ক+ক), বাছুর > বচ্ছুর (চ+ছ), নবাব > নব্বী (ব+ব), পৃথিবী > দুইন্না (ন+ন), কুমির > কম্মির (ম+ম), গ্রহণ > গন্না (ন+ন)।

সিলেটের চা শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত রূপমূলের সঙ্গে বাংলা রূপমূলের তুলনা করলে সাদৃশ্যের চেয়ে বৈচিত্রই বেশি লক্ষণীয়। ধারণা করা যায় আলোচ্য নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় ব্যবহৃত রূপমূল বাংলার রূপমূলের বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটেই সৃষ্টি হয়েছে। কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া হল-

১। উচ্চ-সম্মুখ-সংবৃত/ই/ ধ্বনি কখনো নিম্ন-মধ্য-অর্ধবিবৃত /অ/ ধ্বনিতে পরিণত হয়।
যেমন: সিন্দুক > সন্দক (ই ⇨ অ), কৈফিয়ত > কৈফ্ফত (ই ⇨ অ)

২। উচ্চ-সম্মুখ-সংবৃত /ই/ ধ্বনি মাঝে মাঝে নিম্ন-মধ্য-বিবৃত /আ/ ধ্বনিতে পরিণত হয়।
যেমন: চিবানো > কামড়ানি (ই ⇨ আ)

৩। উচ্চ-পশ্চাৎ-সংবৃত /উ/ ধ্বনি অনেক সময় নিম্ন-মধ্য-পশ্চাৎ অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনিতে পরিণত হয়।
যেমন: কুমির > কম্মির (উ ⇨ অ), ভূমিকম্প > ভইকপ (উ ⇨ অ)

৪। উচ্চ-পশ্চাৎ-সংবৃত /উ/ ধ্বনি প্রায়ই নিম্ন-মধ্য-বিবৃত /আ/ ধ্বনিতে পরিণত হয়।
যেমন: ঠাকুরণ > ঠাকারাইন (উ ⇨ আ), ডুবুরি > ডুরাই (উ ⇨ আ)

৫। উচ্চ-মধ্য-সম্মুখ অর্ধ সংবৃত /এ/ ধ্বনি মাঝে মাঝে নিম্ন মধ্য /আ/ ধ্বনিতে পরিণত হয়।
যেমন: খেসারি > কাশারি(এ ⇨ আ), ঘেষিয়া > ঘাইষ্যা(এ ⇨ আ), পেরেক > পারাইক (এ ⇨ আ)

৬। উচ্চ-মধ্য-সম্মুখ অর্ধ সংবৃত /এ/ ধ্বনি মাঝে মাঝে পশ্চাৎ সংবৃত /উ/ ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়।

যেমন: আজকে > আজ্জকু (এ ⇨ উ)

৭। উচ্চ-মধ্য-পশ্চাৎ অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনি প্রায়ই নিম্ন-মধ্য-পশ্চাৎ অর্ধবৃত /অ/ ধ্বনিতে পরিণত হয়।

যেমন: মোমবাতি > মম্মি (ও ⇨ অ), গোবিন্দ > গবিন্ন (ও ⇨ অ)

৮। উচ্চ-মধ্য-পশ্চাৎ অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনি কখনো কখনো উচ্চ-সম্মুখ সংবৃত /ই/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

যেমন: করানো > করাইনি (ও ⇨ ই), চালানো > চালাইনি (ও ⇨ ই)

৯। নিম্ন-মধ্য-পশ্চাৎ অর্ধ বিবৃত /অ/ ধ্বনি প্রায়ই উচ্চ-মধ্য-পশ্চাৎ-অর্ধ সংবৃত /ও/ ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়।

যেমন: কব্জি > কোউনি (অ ⇨ ও)

১০। নিম্ন-মধ্য-বিবৃত /আ/ ধ্বনি প্রায়ই উচ্চ পশ্চাৎ সংবৃত /উ/ ধ্বনিতে পরিণত হয়

যেমন: খাব > খুয়াফ (আ ⇨ উ), তামাক > তাম্মুক (আ ⇨ উ)

রূপমূল

যে-কোন ভাষার ক্ষেত্রে রূপমূল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। রূপমূল হলো অর্থ প্রকাশযোগ্য এক বা একাধিক ধ্বনি দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্রতম বাক্যিক একক। 'মুক্ত' ও 'বদ্ধ' এই দুইশ্রেণীর রূপমূল রয়েছে। যে রূপমূলের নিজস্ব অর্থ বিদ্যমান এবং যাকে ক্ষুদ্রতম অংশে ভাগ করা যায়না সেই রূপমূলকে মুক্ত রূপমূল বলে । যেমন- আম, মেয়ে ইত্যাদি। অপরদিকে যে রূপমূল মুক্ত রূপমূলের সাহায্য ছাড়া ভাষায় ব্যবহৃত হতে পারেনা তাকে বদ্ধ রূপমূল বলে (George Yule; 2010; 42-43)। যেমন- আমগুলো, মেয়েরা। এখানে 'গুলো' এবং 'রা' হচ্ছে বদ্ধরূপমূল। এ নিবন্ধে সিলেটের চা নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় ব্যবহৃত কিছু রূপমূল বিশ্লেষণ করা হল। এ থেকে এদের ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং গঠন-প্রকৃতি বিষয়ে ধারণা পাওয়া যেতে পারে:

ঝোল > সুরআ (সুর+আ), মা > মাআ (মা+আ), এসেছে > আইছেক (আই+ছেক), মোরগী > পেটি (পেট+ই), বিড়াল > বিলেই (বিল+এই)। চা শ্রমিকদের ভাষার এ রূপমূলসমূহ আমাদের আঞ্চলিক বাংলাতেও লক্ষ করা যায়।

ব্যঞ্জন বিকৃতি

কখনও কখনও পদমধ্যে বা শব্দ মধ্যে কোনো কোনো ব্যঞ্জন পরিবর্তিত হয়ে নতুন ব্যঞ্জনের আবির্ভাব ঘটলে তাকে ব্যঞ্জন বিকৃতি বলে। যেমন: বাছুর > বচ্ছুর, কেঁচো > কেচুয়া।

আলোচ্য নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি ব্যবহারের বৈচিত্র্য নিচে তুলে ধরা হল:

	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	শিষ্ট চলিত শব্দ
ক :	কাকই	চিরুনি
	কাউয়া	কাক
খ :	খড়া	ঘোড়া
	পাংখা	পাখা
গ :	ডিগু	কচি
	গোবা	ঘুষি
ঘ :	ঘষাণি	ঘষে
চ :	চটি	স্যাণ্ডেল
	কচ্চা	সবুজ
ছ :	ছপা	মাদুর
	ছাপ্পটা	ঘরের উপরের চাল
জ :	জুডালি	জা
ভ :	জেজ বপ্পা	দাদা
	ভজি	ভাবী
ট :	খেলটান	মাট
	খটুয়া	দিনমজুর
ঠ :	মাটিয়া	কলসী
	লুকাঠা	লুকানো
ত :	তবল	কুড়াল
	তোব্না	ঠোঁট
থ :	থাফর	চড়
	পাথারা	পাথর
দ :	কেচুন্দা	কাছা
ধ :	মধুমাচা	মধুমাছি
ন :	ননা	ভাই
	কান্য	কান
ম :	নমক	লবণ
	মছর	মশা

র :	কট্‌রা	সাবানদানি
স :	সান্‌জ	বিকাল
	সুরআ	ঝোল
প :	পাল্লাপাথর	দাড়িপাল্লা
	পাহুন	দুলাভাই
	ফজির	সকাল
ফ :	ফটিং	ফড়িং
	ফুয়া	ফুফু
	বখার	জ্বর
ব :	বারাবাজ	দুপুর
	বাইগন	বেগুন
ভ :	ভণ্ডজা	ভাগ্নে
	ভণ্ডজী	ভাগ্নি
ম :	মেমন	অতিথি
	মিঠাতুল	সরিষা তৈল
হ :	বহিন	বোন

নিম্নে বাংলা শব্দের সঙ্গে চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দের তুলনামূলক চিত্র তুলে ধরা হল।

বাংলা শব্দ	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	বাংলা শব্দ	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ
চুল	কেশ	মাথা	মুণ্ড
চোখ	আখি	চোখের মনি	পুতলি
ঠোঁট	তোব্‌না	কান	কান্য
জিহ্বা	জিভ্য	গলা	বেক্য
বুক	বুক্য	কব্জি	কোউনি

সারণি : ৪ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক শব্দ (রেনু, রূপলাল, অতুল, রামগড়, রামদাসিয়া এর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

বাংলা শব্দ	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	বাংলা শব্দ	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ
বাবা	বাপ্প	মা	মাআ
ভাই	ননা	বোন	বহিন
চাচা	ককা	দাদা	জেজ বপ্পা

দাদী	জেজ মাআ	ননদ	নড়ন্দ
দুলাভাই	পাহুন	শালা	ছলা
শালী	ছলী	সখি	সাঙ্গ
বন্ধু	মৈত্র	ভাগ্নে	ভগুজা
ভাগ্নি	ভগ্তিজি	শ্বশুর	শশর্
শাশুড়ি	শাশু	ভাশুর	বড়কা
জা	জুডালি	ভাবী	ভজি
ফুফু	ফুয়া	সৎমা	সাওতমা
খালা	মাওসি		

সারণি : ৫ সম্বন্ধসূচক শব্দ (রেনু, রূপলাল, অতুল, রামগড়, রামদাসিয়া এর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

বাংলা শব্দ	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	বাংলা শব্দ	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ
কুড়াল	তবল	দা	কাতি
শাবল	খন্তি	মই	চকম্
হারিকেন	লেরটন্	খাট	খাটিয়া
হাড়ি	হান্ডি	কোদাল	কদাল
কলসী	মাটিয়া	বাটি	টাটিয়া
সানকি	খড়য়া	লাঙ্গল	লঙ্গল
ছুরি	চাক্কু	বদনা	লোটা
মাদুর	ছপা	কাস্তে	কাইচি
তলোয়ার	খণ্ডা	পাপোস	চট্
সাবানদানি	কট্রা		

সারণি: ৬ গৃহস্থালি দ্রব্যাদি বিষয়ক শব্দ (রেনু, রূপলাল, অতুল, রামগড়, রামদাসিয়া এর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

বাংলা শব্দ	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	বাংলা শব্দ	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ
ঘোড়া	খড়া	ছাগল	ছেলি
বেড়াল	বিলেই	মৌমাছি	মধুমাছা
হাস	হেস্য	কাক	কাউয়া

মশা	মছর	বাছুর	বচ্ছুর
মাকড়শা	মাক্‌ড়া	মোরগ	কুক্‌ড়া
মোরগী	পেটি	তেলাপোকা	তেলচাটা
প্রজাপতি	তিত্‌লি	ইঁদুর	মুশা
কেঁচো	কেচুয়া	ফড়িং	ফটিং

সারণি: ৭ পশু পাখি বিষয়ক শব্দ (রেনু, রূপলাল, অতুল, রামগড়, রামদাসিয়া এর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

বাংলা শব্দ	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ	বাংলা শব্দ	সিলেটের চা-শ্রমিকদের ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ
টাকা	টঙ্কা	একশত	শয়ে
এককুড়ি	কুড়িয়ে	এক বাটি	গটে টাটিয়া
এক হাজার	গটে হজর	এক বোতল	গটে বতল
বাণ্ডিল	গোছা	সাদা	দলা
কালো	কালিয়া	ব্যবসায়ী	কারবারি
ছাত্র	পড়ুয়া	কৃষক	কৃষাণ
শ্রমিক	খটুয়া	আড়তদার	মুজ্যুকারী
নাটক	নাটক্য	গায়ক	গীতআলা
কবিগান	কবগীত	জন্ম	জনম
মৃত্যু	মরণ	পুরোহিত	পণ্ডিত
ব্রাহ্মণ	বামোন্‌	উপবাস	উফাস
অতিথি	মেমন	চাষা	ক্রোশিলোক
সাহেব	বাবু	চড়	থাফুর
ঘুষি	গোবা	গাছ	গছ
লবন	নমক্‌	সবজি	আনাজ্‌
ঝোল	সুর্‌আ	সিম	ঝটা
টম্যাটো	চুকাবাইগন্‌	বেগুন	বাইগন্‌
লেবু	নেম্বু	সরিষা তৈল	মিঠাতুল
শশা	কাখুরি	দাড়িপাল্লা	পাল্লাপাথর
সকাল	ফজির	দুপুর	বারাবাজ
বিকাল	সান্‌জ	রাত	আন্ধ্যাইর
ডায়রিয়া	কাম্‌ড়ি	জ্বর	বখার
চোখ উঠা	চুখশোল	সর্দি	লসম্‌
কাশি	খকি	কনডম	বম্‌লা
ফুটবল	বল	লুডো	চক্কাপাঞ্জা

গান	গিত	হাসি	আছি
কান্না	কান্দান	গেঞ্জি	গঞ্জি
জামা	কোর্তা	আংটি	মুদি
দুল	কুণ্ডল	প্যান্ট	জাঙ্গিয়া
শাড়ী	লুগা	গামছা	ফন্ড্রা
বোতাম	বটম	বালা	ঋজু
ব্রাশ	বুরুজ	স্যাণ্ডেল	চটি
চিরুণি	কাকই	কবিরাজ	ওঝা
মাট	খেলটান	দিনমজুর	খটুয়া
জেলে	মাছুয়া		

সারণি: ৮ বিবিধ শব্দ (রেনু, রূপলাল, অতুল, রামগড়, রামদাসিয়া এর প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে)

উপসংহার

ঔপনিবেশিক আমলে সিলেটের চা বাগানে বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর চা-শ্রমিকদের আগমন ঘটে। দীর্ঘ দিন ধরে তারা এখানে একত্রে বসবাস এবং বৃহত্তর বাঙালি সমাজের সংস্পর্শে আসার কারণে তাদের ভাষার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে; বিশেষ করে এ ভাষার ধ্বনি পরিবর্তনের দিকটি এখানে উল্লেখ করার মত। সমাজ-অর্থনৈতিক কারণে তো বটেই সংখ্যা লঘু হওয়ার কারণেও 'দেশোয়ালি' ভাষা লাভ করেছে ভিন্নমাত্রা। 'দেশোয়ালি' ভাষার ধ্বনিতাত্ত্বিক তুলনা ও বিশ্লেষণে বাংলা ভাষার যথেষ্ট প্রভাব সহজেই অনুমেয় । এভাষা নিয়ে আরও গবেষণা করার অবকাশ যেমন রয়েছে, তেমনি এ ভাষা সংরক্ষণের উদ্যোগ নেয়াটাও জরুরি।

টীকা

২. প্রোটো-অস্ট্রালয়েড (Proto-Australoid) বা আদি-অস্ট্রাল: তারাই ভারতের আদিম অধিবাসী। আদি-অস্ট্রাল বলবার উদ্দেশ্য হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে এদের দৈহিক গঠনের মিল আছে। ... আদি- অস্ট্রাল জাতীর লোকেরা খর্বাকার ও তাদের মাথার খুলি লম্বা থেকে মাঝারি, নাক চওড়া ও চ্যাপটা, গায়ের রঙ কালো ও মাথার চুল ঢেউখেলানো (অতুল, ২০০১:৫৪-৫৫)।

উড়িয়া, র‍্যালি, কল, গড় ও মীর্দা নৃ-গোষ্ঠী লোকদের চেহারায় আদি-অস্ট্রাল জাতির উপরিউক্ত দেহ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

৩. 'দেশোয়ালি' ভাষা বিষয়ে তথ্যদাতাদের পরিচয়।

(ক) রেনু উড়িয়া, পিতা- মৃত শুকরা উড়িয়া, কালিঘাট চা বাগান, উপজেলা- শ্রীমঙ্গল, জেলা- মৌলভীবাজার, অল্পশিক্ষিত, পেশা- চা শ্রমিক, বয়স- ৬০।

(খ) রূপলাল উড়িয়া, পিতা- জয়লাল উড়িয়া, কালিঘাট চা বাগান, উপজেলা- শ্রীমঙ্গল, জেলা- মৌলভীবাজার, অল্পশিক্ষিত, পেশা- চা শ্রমিক, বয়স- ৪২।

(গ) অতুল র‍্যালি, পিতা- মৃত হরিচরন র‍্যালি, নোয়াপাড়া চা বাগান, উপজেলা- মাধবপুর, জেলা- হবিগঞ্জ, পেশা- চা শ্রমিক, অশিক্ষিত, বয়স- ৫১।

(ঘ) রামগড়, পিতা- মৃত কৃষ্ণু গড়, হাবিবনগর চা বাগান, উপজেলা- জৈন্তা, জেলা- সিলেট, অশিক্ষিত, পেশা- চা শ্রমিক, বয়স ৪২।

(ঙ) রামদাসিয়া গড়, স্বামী- মৃত দুখীগড়, ভাড়াউড়া চা বাগান, উপজেলা- শ্রীমঙ্গল, জেলা- মৌলভীবাজার, অল্পশিক্ষিত, পেশা- চা শ্রমিক, বয়স- ৭১।

(চ) পাণ্ডুয়া মীর্দা, পিতা- মৃত রামদয়াল মীর্দা, চাকলাপুঞ্জি চা বাগান, উপজেলা- চুনারুঘাট, জেলা- হবিগঞ্জ, অল্পশিক্ষিত, পেশা- চা শ্রমিক, বয়স- ৬২।

(ছ) সেন্টুকল, পিতা- মৃত কয়লা কল, হাবিবনগর চা বাগান, উপজেলা- জৈন্তা, জেলা- সিলেট, অশিক্ষিত, পেশা- চা শ্রমিক, বয়স- ৪২।

গ্রন্থপঞ্জি

ড. অতুল সুর; ২০০১; *ভারতের নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়;* কলকাতা; সাহিত্য লোক

মাহ্‌বুব-উল-ইসলাম ও মন্‌জুর হোসেন; ১৯৯৪; *চা;* ঢাকা; ক্যামেলিয়া এ্যাগ্রো-ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সার্ভিসেস লিঃ

মহাম্মদ দানীউল হক; ১৯৯৩; *ভাষার কথা: ভাষা বিজ্ঞান;* ঢাকা; করিম বুক কর্পোরেশন

বাংলাদেশীয় চা সংসদ; *বার্ষিক প্রতিবেদন ২০০৫ ও ২০০৬*

রসময় মোহান্ত; ১৯৯৮; *সিলেট অঞ্চলের আদিবাসী প্রেক্ষিত ও শব্দকর সমাজ সমীক্ষা;* মৌলভীবাজার

George Yule; 2010; *The Study of Language;* 4th ed., Cambridge University Press, UK

Statistics on Bangladesh Tea Industry; December. 2004; Volume-V1, Dhaka